R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২রা কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
২০শে অক্টোবর, ১৯৮২ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

'সিমেণ্ট বণ্টন রহস্য' উদ্ঘাটনে পূর্ণাংগ তদন্তের দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : পারমিট চেয়ে ব্যাপকভাবে আবেদনপত্র জমা পড়া সত্বেও জঙ্গিপুরে ৩ মাস ধরে ব্যবসায়ীদের গুদামে কেন সরকারী কোটার ৪ হাজার বস্তা সিমেণ্ট মজুত রাখা হয়েছিল এবং কেনই বা ব্যবসায়ীরা থার্ড কোয়ার-টারের দরুণ প্রাপ্য ৫ হাজার বস্তা সিমেণ্ট আনতে পারেননি তা নিয়ে সমস্ত মহল থেকে তদন্তের দাবী তোলা হয়েছে। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশ পায় ২৯ সেপ্টেম্বর। এই খবর বেরুনোর পর তা নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং ফুড-সাপ্লাই অফিসের টনক নড়ে। ফলে অক্টোবর মাস থেকে তারা কিছু কিছু সিমেণ্টের পারমিট বণ্টন শুরু করেন। এদিকে মহকুমার খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের নিয়ামক গৌতম চৌধুরী সিমেণ্ট নিয়ে প্রকাশিত খবর সম্পর্কে সাংবাদিকদের কাছে যে সব মন্তব্য করেছেন আমাদের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে তার বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই আমরাও এ নিয়ে নিরপেক্ষভাবে তদন্তের দাবী তুলছি। আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫ জন ডিলারের ঘরে ৪ হাজার বস্তারও বেশী সিমেণ্ট মজুত ছিল। এর মধ্যে ২ জন ব্যবসায়ীর ঘরে মজুত সিমেণ্টের পরিমাণ ছিল ১৯৬৫ বস্তা। অন্য ৩ ব্যবসায়ী তাদের ঘরে মজুত সিমেণ্টের হুবহু হিসেব দিতে নিষেধ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডিসেম্বরে আরও ৩টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ

বিশেষ সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদ জেলায় আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে সাটুই, জিয়াগঞ্জ এবং নবগ্রামে আরও ৩টি অটো টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চালু করা হবে। সেই সঙ্গে ডোমকল, হরিহরপাড়া, বেলডাঙ্গা ও নগরের ৪টি পুরোনো টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ক্ষমতাও বাড়ানো হবে। বিভাগীয় এস ডি ও রামনারায়ণ রায় একথা জানান। শ্রীরায় ৮ অক্টোবর মির্জাপুর গ্রামে 'সনকর অটো টেলিফোন এক্সচেঞ্জ'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রঘুনাথগঞ্জ ম্যানুয়াল এক্সচেঞ্জের অধীন এই নতুন অটো টেলিফোন এক্সচেঞ্জটির উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক পি এস ক্যাথিরেশন। এই এক্সচেঞ্জটি চালু করার পিছনে জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়র অরুণ ধর বিশেষভাবে উদ্যোগ নেন। ২৫ লাইন-বিশিষ্ট এই নতুন এক্সচেঞ্জটি ঐ এলাকার কয়েক হাজার মানুষের উপকারে লাগবে। এটি নিয়ে বহরমপুর বাদে মুরশিদাবাদ জেলায় অটো এক্সচেঞ্জের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলা জুড়ে জলের জন্য হাহাকার ২০ শতাংশ আমন পুড়ে খাক

বিশেষ সংবাদদাতা : 'গজেচ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা' শাস্ত্রকারেরা একথা লিখলেও মুরশিদাবাদ জেলায় এক ফোঁটা বৃষ্টিরও দেখা নেই গত দেড় মাসে। অথচ পূজো আসতে আর দিন দুই বাকী। মে-জুন মাসের পর জেলা জুড়ে ফের শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফের খরা। কৃষি দপ্তরের আশংকা এ অবস্থা আরও ৭ দিন চললে এবারে জেলায় ২০ শতাংশ আমন ধানও বাঁচানো অসম্ভব হয়ে উঠবে। শস্যভাণ্ডার কান্দীর অবস্থা এতটা সাংঘাতিক না হলেও সেখানে ময়ূরাক্ষী থেকে সেচের জল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেক চাষীই মুস্কিলে পড়েছেন। এবারে খরায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সাগরদীঘি ব্লক। সেখানে জলের অভাবে ৩০ শতাংশ জমিতে কোন চাষই করা যায়নি। যে সব জমিতে চাষ হয়েছিল তার প্রায় ৭০ শতাংশই পুড়ে খাক হয়ে গেছে। এ অবস্থা কম বেশী মুরশিদাবাদ জেলার সর্বত্রই। এর ফলে প্রায় দেড় লক্ষ কৃষি মজুর কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

'প্রশাসন চলছে সি পি এমের কথায়'

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'মুরশিদাবাদের প্রশাসন সি পি এমের কথায় উঠছে বসছে। জেলা শাসক নয়, সি পি এমই এখন প্রশাসন যন্ত্রের নিয়ন্ত্রক।' এ অভিযোগ বিপ্লবী গণফ্রণ্টের। সম্প্রতি বহরমপুরে জেলা শাসক প্রসাদরঞ্জন রায়ের কাছে কয়েক দফা দাবী পূরণে স্মারকলিপি পেশ করার সময় দলের নেতারা এই অভিযোগ করেন। তাদের অভিযোগ, এন টি পি সি'র জন্য জমি অধিগ্রহণের ফলে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উকিল-মোহরার বিরোধ মিটল

আদালত : সংবাদদাতা জঙ্গিপুর আদালতে উকিল মোহরারদের বিরোধ অবশেষে মিটল প্রীতিপূর্ণ ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে শুক্রবার বিকেলে। এই খেলায় উকিলরা ১—০ গোলে মোহরারদের হারালেও উভয় তরফেই পূর্ব্বেকার সমস্ত গোলমালের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়। পরস্পরের বিরুদ্ধে আনা মামলাও তারা তুলে নেন। বার এ্যাসোসিয়েশন ও মোহরার বরখাস্তের আদেশও প্রত্যাহার করে নেন।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নেতাদের ধমকে অনাস্থা প্রত্যাহার

সাগরদীঘি : দুর্নীতি, পঞ্চায়েতের টাকা নয় ছয় এবং এস কে ইউ এস ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ প্রভৃতি অভিযোগে অভিযুক্ত সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের সি পি এম প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থক ১১ জন সদস্য সি পি এম নেতাদের ধমকে তাদের অনাস্থা প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। হরহরি গ্রামে এক বৈঠকের পর ঐ সদস্যরা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কাগজে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সই করেন। প্রকাশ জেলা নেতাদের নির্দ্দেশেই নাকি এমনটি করা হয়েছে। এ নিয়ে সাগরদীঘি এলাকায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ব্লক অফিসার ঐ প্রধানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ পেয়েও তা নিয়ে কোন রকম তদন্ত না নেওয়ায় সোরগোল উঠেছে।

ডাকাতিতে সাগরদীঘি সবার উপরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদে ২১টি থানার মধ্যে ডাকাতিতে সাগরদীঘি থানা শীর্ষস্থানে রয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে সাগরদীঘি থানা এলাকায় একাধিক ডাকাতির ঘটনায় প্রায় ১৪ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশী ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে বালিয়া অঞ্চলে। এই সব ডাকাতিতে মৃত্যু হয়েছে একজনের। আহত হয়েছেন প্রায় তিরিশ জন। পুলিশ এ পর্যন্ত একটি ডাকাতিরও কিনারা করতে পারেননি। তবে জন পনের ব্যক্তিকে ডাকাত সন্দেহে তারা গ্রেপ্তার করেছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৯ সাল

শারদীয় দুর্গোৎসব

স্মরণাতীত অতীতে প্রসুপ্তা মহাশক্তির অকালবোধন ঘটাইয়া শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে; শিব শক্তিসাধক বাঙ্গালী হিন্দু অকালবোধনে শারদীয়া দুর্গা পূজাকেই তাহার শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ এই পূজা আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙ্গালী চিত্তকে কেন যে এত আলোড়িত করে, আর কেনই বা পূজার কয়েকটি দিনকে বৎসরের শ্রেষ্ঠ শুভদিন হিসাবে গ্রহণ করিবার মানসিকতা—তাহার কারণ অন্যত্র নিহিত।

আর্য আগমনের প্রাক্ যুগে তৎকালীন বঙ্গদেশবাসী মাতৃতান্ত্রিক ছিল। যুগের প্রবহমানতায় তাহার মাতৃপ্রাধান্যের ধারা আজিও এক ঐতিহ্যসূত্রী হইয়া রহিয়াছে। তাই দেবী দুর্গার মধ্য দিয়া সে একদিকে যেমন মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ করুণার সন্ধান পাইয়াছে, অপরদিকে তেমনি পূজার চতুর্থ দিনে দেবীর প্রস্থানে স্নেহলালিতা কন্যার শ্বশুরালয়ে গমনে বেদনাবিধুর বিরহ-রসপরিপ্লুত হইয়াছে। উভয় পরিপ্রেক্ষিত যেন স্নেহবাৎসল্যের সহস্রধারায় উৎসারিত এক পবিত্র পরিমণ্ডল। সর্বসিদ্ধিদায়িনী দেবীর নিকট সন্তানরূপে বাঙ্গালীচিত্ত সরলপ্রাণে নির্দ্বিধায় যাহা চাহিবার চাহিয়াছে। ভক্ত চাহিয়াছে ঈশ্বরীমাতার যোগ্য সন্তানরূপ লাভ করিতে।

দেবীর সন্তান হইতে গেলে আসুরভাব ত্যাগ করিতে হইবে, আনিতে হইবে দেবভাব। আসুরভাবের প্রাধান্যে দেবভাবসমূহ মানসলোকে 'স্বর্গান্নিরাকৃতাঃসবে'। জাগতিক দম্ভ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতি বিরুদ্ধভাবসমূহ জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। সাধকের নিয়ন্ত্রিত চিত্তবৃত্তি যেন 'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্/একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা'—সেই বিরুদ্ধ ভাবসমূহ অর্থাৎ বিঘ্নরূপ দানবকুল বধ করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মিলিত করে। মনের বিরুদ্ধভাবগুলি সেই সব অসুর এবং নিয়ন্ত্রিত চিত্তবৃত্তিকে লব্ধপ্রবল আত্মিক শক্তি সেই মহাশক্তি যাঁহার জাগরণ হৃদয়ের ঐকান্তিকতায় নিষ্ঠায় ও আত্মসমর্পণে।

ইহা শক্তিসাধনার গূঢ়তত্ত্ব। বাঙ্গালী হিন্দুর প্রাণমন মাকে ডাকে, কন্যার রূপ দেখে। যে যেমনই ডাকুক, যে যেমনই দেখুক, সবই তন্ময়তময় এবং ভাবাবেগপ্লুত।

বনসম্পদ সুরক্ষায় বিশেষ কর্মসূচী

নিজস্ব সংবাদদাতা : বনসম্পদ সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পঃ বঃ সাব-অর্ডিনেট ফরেষ্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন সপ্তাহব্যাপী এক বিশেষ কর্মসূচী পালন করেন। ২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচীতে ভূমিক্ষয় রোধ, ও বনসম্পদের উপকারিতা সম্পর্কে প্রচার চালানো হয়। শেষ দিনে ধুলিয়ানে এক সাংবাদিক বৈঠকে এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও রেঞ্জ অফিসার এই কর্মসূচীর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বলেন, ভারতবর্ষে প্রয়োজন এক তৃতীয়াংশ বন সম্পদের। বর্তমানে রয়েছে মাত্র তিন শতাংশ। এর প্রধান কারণ বন সম্পদ এখনও একচেটিয়াভাবে ঠিকাদার ও বনভিত্তিক শিল্প মালিকদের করায়ত্ব। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় এ্যাসোসিয়েশন আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছেন।

বকেয়ার দাবীতে অনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত জমির বকেয়া দাম পরিশোধের দাবীতে সোমবার সামসেরগঞ্জ ব্লক অফিসের সামনে একদল স্থানীয় চাষী ২৪ ঘণ্টার অনশন ধর্মঘট পালন করেন। এই সব জমি ৬৪, ৭১ ও ৭৪ সালে রাজ্য সরকার ৩৪নং জাতীয় সড়ক, পি ডব্লু ডি, ও ব্লক সীড ফার্ম তৈরী করতে অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু চাষীরা এ পর্যন্ত তাদের জমির প্রাপ্য দাম পাননি। ধর্মঘটীদের জনৈক মুখপাত্র জানান, দাবী আদায়ে তারা ভবিষ্যতে আরও বড় ধরণের আন্দোলনে নামবেন।

উকিল-মোহরার বিরোধ মিটল (১ম পৃষ্ঠার পর)

এদিকে মোহরারদের পক্ষ থেকে পত্রিকা দপ্তরে এক চিঠি পাঠিয়ে 'আদালতে অশান্তি, ৬ মোহরার বরখাস্ত,' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, প্রকাশিত সংবাদটিতে এক উকিলকে মারতে যাওয়ার কারণে ৬ মোহরারকে বরখাস্ত করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে ঘটনাটি সত্য।

এনটিপিসিতে বোমাবাজী, পুলিশের লাঠি

নিজস্ব সংবাদদাতা : "ষ্টীল ইয়ার্ডে" নিজেদের তালিকাভুক্ত ১৬০ ব্যক্তির নিয়োগকে কেন্দ্র করে সোমবার দুপুরে শো দুয়েক সশস্ত্র ব্যক্তি এনটিপিসি অফিস চত্বরে হামলা চালায়। হামলাকারীরা যথেচ্ছভাবে বোমা ফাটায়। এই বোমার আঘাতে এক পুলিশ অফিসার আহত হন। পুলিশ হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালালে বেশ কয়েকজন আহত হয়। ফরাক্কা থানা থেকে জানা যায় হামলাকারীরা ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থক। এই ঘটনায় ৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৮টি শক্তিশালী বোমা ও বহু অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

রঘুনাথগঞ্জে মহকুমা পুলিশের এক মুখপাত্র মঙ্গলবার সকালে জানান, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বহু কুখ্যাত ও দাগী আসামীও রয়েছে। রেল ডাকাত 'ভাল্লুক'কেও এদিন এই ঘটনার সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঐ মুখপাত্র বলেন, এদিন পুলিশের অনুমতি না নিয়েই ইন্দিরা কংগ্রেসীরা নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে এনটিপিসি চত্বরে গিয়েছিল। এক জেলা কংগ্রেস নেতা পুলিশকে নাকি জানান, এই আন্দোলন, দলের অনুমতি না নিয়ে করা হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফরাক্কা এনটিপিসিতে পুলিশ প্রহরা জোরদার করা হয়েছে।

পুজোয় গ্রামের রেশনে চাল বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : দুর্গা পূজোর মুখে জঙ্গিপুরের গ্রামাঞ্চলে রেশনে চাল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গমের পরিমাণও কমেছে। মুর্শিদাবাদে সরকারী গুদামে চালের ভাণ্ডার শূন্য হওয়ায় এমনটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। রেশনে চাল বন্ধ হওয়ার ফলে খোলা বাজারে চালের দাম বাড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

National Thermal Powe Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)
FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

Tender Notice for E. O. T. Crane for C. W. Pump House of Farakka Super Thermal Power Project.
NIT No. FS : 42 : CS : 164/T-68/82 dt 8 10 82

Sealed tenders are invited from reputed manufacturers and contractors for Desiogn, Supply, Installation & commissioning of E. O. T. Crane for C. W. Pump House of F. S. T. P. P. Tender documents can be had in person on showing the requried credentials from the office of the undersigned during working hours from 18 10. 82 to 16. 11. 82 on payment of Rs 100·00 towards cost of Tender documents. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20·00 extra either by I. P. O. payable at P. O. Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.' payable on State Bank of India at Farakka alongwith copies of credentials. The required E. M. D. for this tender is Rs. 30,000·00. Tenders will be received latest up to 11 hours on 25. 11. 82 and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representative. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project
Dist. Murshidabad, West Bengal (742212)

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATIOR LTD.

(A Government of India Enterprise)

FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

P. O. Farakka S. T. P. P. Murshidabad

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractors of NTPC/CPWD/RAILWAYS/ WBSEB, Government and public sector undertakings for the following works. Tender documents can be had in person on showing the registration and credentials from the Office of fhe undersigned during working hours of date mentioned for sale of document on payment of cost of tender paper for each work. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20|- (Rupees twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at post office Khejuriaghat or demand draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd', payable on State Bank of India at Farakka along with a copy of proof of registration and credentials

The tender documents will be on sale from 18. 10. 82 to 9. 11. 82 from 9 00 hrs. to 11-00 hrs. and 15-00 hrs to 16-30 hrs Tenders will be received upto 11-00 hrs of tne respective date of opening and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives

Sl. No.	Name of work	Estimated cost/ Completion period (in lakhs)	E. M. D / Cost of paper	Date of opening
1.	Construction of additional cement storage shed (1 No) at plant site of F S T P P. (Shed No 7) NIT No.—FS : 42 : CS : 165/T-63/82	4.80 6 months	9600·00/50 00	10. 11. 82
2.	Construction of additional cement storage shed (1 No) at plant site of FSTPP. (Shed No 8) NIT No.—FS : 42 : CS : 165 1/T-64/82	4·80 6 months	9600 00/50·00	10. 11. 82
3.	Construction of covered storage area at ty. township of FSTPP. NIT No.—FS : 42 CS : 377/T-65/82	1·75 4 months	3500·00/50·00	10. 11. 82
4.	Annual Service Contract for Opperation & routine maintenance of D. G. Sets at plant site & ty. township of FSTPP. NIT. No—FS : 42 CS : 340 1/T-66/82	2·50 12 months	5000·00/50·00	11. 11. 82
5.	External Electrification of Guest House Complex of FSTPP. NIT. No. FS : 42 : CS : 331 1/T-67/82	0 90 3 months	1800·00/25·00	11, 11, 82

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, Tax clearance certificates valid electrical contractor's licence for electrification work and other credentials are to be shown at the time of obtaining forms and should be submitted alongwith the tenders
2. Interested parties are advised to visit the site to familiarise with the site conditions
3. General conditions of contracts can be seen in the Office of the undersigned on any working day during working hours
4. Tenders received late and/or without Earnest money will not be entertained Adjustment of Earnest Money against Running Account Bill is not acceptable and Earnest Money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender paper. Tenderers Registered with any other project of N. T. P. C. are not exempted from depositing EMD. All the tenders must be accompanied by requisite Earnest money in prescribed form 'Earnest Money of.....enclosed should be clearly written on the top of the Envelope containing tender paper failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).
5. NTPC takes no responsibilites for delay or non-receipt of tender documents sent by post.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
P. O. Farakka Super Thermal Power Plant
Dt. Murshidabad : West Bengal
Pin—742212

পূর্ণাংগ তদন্তের দাবী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করার তা অপ্রকাশিত রাখা হয়েছে। তবে জানা গেছে তাদের গুদামে সাকুল্যে ঐ তারিখে ২ হাজার বস্তারও উপর সিমেন্ট মজুত ছিল। তারা ঐ সিমেন্ট পেয়েছিলেন জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। সরকারী নিয়মে ব্যবসায়ীর গুদামে সিমেন্ট ২০ দিনের বেশী মজুত থাকলে তা খোলা বাজারে বিক্রী করার পূর্ণ অধিকার সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর রয়েছে একথা জানার পর এবং আবেদনকারীর সংখ্যা মজুত সিমেন্টের চেয়ে বেশী থাকা সত্ত্বেও কেন তা যথা সময়ে বণ্টন না করে ফেলে রাখা হয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে থার্ড কোয়ার্টারের প্রাপ্য ৫ হাজার বস্তা সিমেন্টের শেষ মেয়াদ ২৭ সেপ্টেম্বর থাকা সত্ত্বেও কেন এ সম্পর্কিত চিঠি ডিলারদের কাছে যথা সময়ে পাঠানো হয়নি এবং গুদাম খালি করার ব্যবস্থা করা হয়নি? প্রত্যেক আবেদনকারীকে চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ সিমেন্ট দেওয়া হয়েছে বলে ফুড সাপ্লাই অফিসের এই বক্তব্যকেও খণ্ডন করেছেন বহু মানুষ। তারা আমাদের জানিয়েছেন ৬০ বস্তা সিমেন্ট চেয়ে তারা ৭, ৮ বা ১১ বস্তার বেশী সিমেন্ট পাননি। জঙ্গিপুরে সিমেন্ট বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে তাই সকলেই চাইছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের অফিসারকে দিয়ে ব্যাপকভাবে তদন্ত করানো হোক। সমস্ত ঘটনার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও খাদ্যমন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জিকেও জানানো হয়েছে। কয়েকজন বিধানসভা সদস্যের নজরেও ব্যাপারটা আনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রশাসন চলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মহীন ক্ষেতমজুরদের কাজ না দিয়ে দলের কর্মীদের কাজ পাইয়ে দিতে সি পি এম নেতারা চেষ্টা চালাচ্ছেন। সংগ্রাম বিমুখ এই বামপন্থী দল ক্রমশঃ সাধারণ মানুষকে হতাশা ও প্রতিক্রিয়ার শিকার হ'তে বাধ্য করছে।'

আমন পুড়ে খাক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জেলা জুড়ে খাজনার হাহাকার বাড়তে শুরু করেছে। রেশনে চালের দাম বাড়ানোই গ্রামের বহু পরিবার রেশন তুলতে পারছেন না। বাইরের বাজারে চালের দাম প্রায় ৪ টাকা ছুঁয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলার প্রথম ফসকা খরা ত্রাণে পঞ্চায়েতগুলোকে ২৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। খবর মিলেছে, বহু গ্রাম পঞ্চায়েত সেই টাকা এখনও খরচ করতে পারেনি। পরে ত্রাণ বাবদ সরকারী সাহায্য এসেছে আরও সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকা। সরকারী অফিসারদের মতে এই সামান্য আর্থিক সাহায্যে স্মরণকালে নজীরবিহীন খরার মোকাবিলা সম্ভব নয়। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাদের সংবাদদাতারা জানিয়েছেন, প্রায় ৯০ শতাংশ পুকুর, খাল-বিল শুকিয়ে গেছে। যেটুকু জল অবশিষ্ট আছে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়েছে। জলের লেয়ার নেমে যাওয়ায় হাজারেরও বেশী টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়েছে। বেশী মার খেয়েছে পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চল। মিত্রপুরের কাছে ক্যানেলের গেট বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সাগরদীঘির বিস্তীর্ণ এলাকায় ক্যানেলে এক ফোঁটা জলও মেলেনি। পুজোর মুখে এই সঙ্গীন অবস্থায় চাষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। জেলা প্রশাসনের আশংকা, অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। এবং চালের দাম ৫ টাকায় ঠেকবে।

টেলিফোন এক্সচেঞ্জ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংখ্যা দাঁড়াল ২০তে। টেলিফোন বিভাগের এস ডি ও রামনারায়ণবাবু জানান, জেলায় আরও ৮টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অনুমোদন পাওয়া গেছে। আশা করা হচ্ছে ওগুলির কাজ আগামী বছরের মধ্যে শুরু করা যাবে। শ্রীরায় জানান, গত বছর জেলায় ১৯টি পাবলিক কল অফিস চালু করা হয়েছিল। ব্যাপকভাবে তার চুরির ফলে এর বেশীর ভাগই অচল হয়ে গেছে।

সওয়া সের গমের পাকচক্র

প্রেমচাঁদের গল্প 'সওয়া সের গমের' নায়ক শঙ্কর সাধুসেবার জন্য একজন পুরোহিতের কাছ থেকে সওয়া সের গম ধার নিয়েছিল। প্রতি ছ'মাস অন্তর ফসল কাটার সময়ে পুরোহিতকে একটু বাড়তি গম দিয়েও দেখে তার দেনার হিসাব মেটে না। পুরোহিত তখন মহাজন হয়ে গেছে এবং নানা পাকেচক্রে সওয়া সের গমের দাম চক্রবৃদ্ধি হারে এসে দাঁড়ায় ৬০ টাকা। তবুও শঙ্করের নিস্তার নেই কারণ ততদিনে শঙ্করের ঘাড়ে ১২০ টাকা ঋণের বোঝা চেপেছে। সারা জীবন পুরোহিতের গোলামি ক'রেও শঙ্কর ঋণের বোঝা নিয়েই মারা যায়। প্রেমচাঁদ বলেছিলেন, এটা সত্য ঘটনা।

- এইসব দুর্ভাগাদের মুক্তির জন্য ১৯৭৬ সালে আইন করা হল। সাহুকারদের হাত থেকে এই দাসবদ্ধ মজুরদের নিষ্কৃতি পাওয়াটাই শেষ কথা নয়। ওদের জন্য নতুন কাজেরও তো ব্যবস্থা করতে হবে।
- ১৯৮০-৮১ সালে ১ লক্ষ ২২ হাজার দাসবদ্ধ মজদুরদের মধ্যে ১ লক্ষ ৯ হাজার জনকে নতুন কাজ দেওয়া হয়েছে।
- এরই সঙ্গে সঙ্গে অন্য যারা বেকার তাদের জন্য পশুপালন, মুর্গিপালন, মাছের চাষ আর রেশম শিল্প উদ্যোগ ইত্যাদি চালু করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এইসব লোকেদের স্বার্থে ৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে।
- তেমনি গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের স্বার্থে ন্যূনতম মজুরী বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই ন্যূনতম মজুরী ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন :

এস কে ঘোষ
অ্যাসিসটেন্ট প্রোডাকশান ম্যানেজার
রিজানাল ডিস্ট্রিবিউশান সেন্টার
৩৯, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা--৭০০০৭৩

আমি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী, অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা/ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম _____
ঠিকানা _____
_____ পিন _____

নতুন 20 দফা কর্মসূচী

আর্থিক সমতা আনার যে স্বপ্ন তা পূরণ করতে হলে সবদিক থেকে দারিদ্রের ওপর আঘাত হানতে হবে

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর সংবাদ

বিশেষ ক্রোড়পত্র

২ কার্ত্তিক '৮৯/২০ অক্টোবর, '৮২

বিশেষ সম্পাদকীয়

মা আসছেন। হাটে-মাঠে, গঞ্জে-শহরে তাঁর আগমনীর সুর ধ্বনিত হচ্ছে। শিউলির সুঘ্রাণে বাতাস ভরেছে। এ রকম দিনেই মা আসেন। একদিন যখন মাঠ ভরা ধান ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল। দুধে-ভাতে, মৎস্যে মাংসে, দধি-মিষ্টান্নে জমে উঠত শারদোৎসবের কয়েক দিন। বিদায় বেলায় তাই মায়ের কাছে প্রার্থনা ছিল বাঙালীর 'মাগো আবার আসিস ফিরে।' আজ বাঙালী হৃতসর্ব্বস্ব। খরার প্রচণ্ড দাবদাহে বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকার রব। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি গ্রামে গ্রামে। তবু শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতবিবাদ মাতৃ-পূজার নির্ঘন্টেও এনেছে বিচ্ছিন্নতা। শাস্ত্রের বিধানে আমরাও দ্বিধাবিভক্ত। ১৯ বছরের ব্যবধানে একই বছরে দেবী দশভূজা তাই দ্বিতীয় বারের জন্য আসছেন বাংলার অন্নহীন ঘরে। রেশনে খাদ্য নেই। বাজারে দাম চড়া। মায়ের আগমন তাই বিষাদময়। তবু মাতৃপূজার আয়োজন চলছে সর্ব্বত্র। এই শুভ মুহূর্তে আমরা জঙ্গিপুরের কয়েকটি প্রাচীন দুর্গাপূজোর উপর কিছু আলোচনা পাঠকদের উপহার দিলাম। বিনামূল্যে। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' শারদীয়া সংখ্যা থেকে এটি পৃথক।

সময় ও কলেবর সংক্ষেপ। বহু প্রাচীন পূজোর বিবরণ ইচ্ছে থাকলেও তাই দেওয়া গেল না। তবু আমাদের এই বিশেষ প্রচেষ্টা পাঠকদের ভাল লাগবে এ আশা রাখি।

জঙ্গিপুরে দুর্গাপূজোয় মধ্যমণি 'পেটকাটী'

বিমান হাজরা

জঙ্গিপুরের মহাশ্মশান থেকে মায়ের আদেশে এক পা অন্তর ছাগশিশু বলিদান দিয়ে ভীমপুর গ্রামে জনৈক ক্ষুদিরাম রায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেবী দুর্গাকে। সঠিক দিনক্ষণ বলতে পারে না কেও। আজ বহু-কাল পরে সেই দেবী দুর্গা পরিচিত হয়েছেন 'মা পেটকাটী' নামে। গ্রামের নামও বদ-লেছে কালে কালে। ভীমপুর হয়েছে শ্যাম-পুর কখনও বা কল্যাণপুর। হালফিলে গ্রামের নাম আরও একদফা বদলে হয়েছে গদাইপুর। জঙ্গিপুরে দুর্গাপূজো বলতেই মনে পড়ে পেটকাটির কথা। আজও হাজার পঞ্চাশ লোকের সমাবেশ ঘটে ঐ মন্দিরে পূজোর তিন দিনে। জের চলে সারা বছর ধরেই। পেটকাটি মূর্তিটি আসলে একটি দুর্গামূর্তি। ব্যতিক্রম মায়ের পেটটি কাটা। কিংবদন্তী এই রকম: বহুকাল আগে এক সন্ধি পূজোর রাত্রে মন্দিরে সন্ধ্যের প্রদীপ দিতে গিয়ে একটি ছোট্ট মেয়ে হঠাৎ নিখোঁজ

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কোদাখাঁকীর দুর্গাপূজায় সন্ধ্যারতি নিষিদ্ধ

কুণালকান্তি দে

বেশ কয়েক যুগ থেকে আজো লোক-মানের মা পূজোর যোগাড় করে, মন্দির ঝাঁট দেয়, প্রদীপ জ্বালে। একান্তে বিড় বিড় করে মায়ের সঙ্গে কথাও বলে সে। দেবী দুর্গার মাহাত্ম্যে অবিচলিত আস্থা যে মুসলিম রমণীর মায়ের মন্দিরে তার প্রবেশ দ্বার অবা-রিত। গ্রাম দেশ জুড়ে যখন ধর্ম নিয়ে এত হানাহানি, দ্বেষ ঠিক তখনই এ দৃশ্য নজরে পড়ে বাহুড়ার কোদাখাঁকী দশভূজার মন্দিরে। জঙ্গিপুর শহর থেকে মাইল তিন পূবে কোদা-খাঁকীর দুর্গামন্দির। ষোড়শপচারে পূজা হলেও এখানকার বৈশিষ্ট্য দুর্গাপূজার কদিন মন্দিরে সন্ধ্যারতি নিষিদ্ধ। এ প্রথা বহু যুগের। যথার্থ কারণ খুঁজে মেলা ভার। জনশ্রুতি ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে জঙ্গলে পরিপূর্ণ বাহুড়া গ্রামে এক কাপালিক তন্ত্র সাধনা করতেন। ১০৮টি নরমুণ্ডের উপর এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্ভবতঃ তিনিই। পরবর্ত্তীকালে একদল ডাকাত

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহর্‌রমের শোকস্মরণিকা রূপ নিয়েছে শোকোৎসবের

আবদুর রাকিব

জানুয়ারী বৈশাখের মত, মহর্‌রম হিজরী বর্ষপঞ্জীর উদ্বোধনী মাস। চন্দ্রে মাস। অব-শেষে এক মহাশোকের রূপকল্প হিসেবে এ পেয়েছে নতুন অভিধা। হয়ে উঠেছে দুর্দম পতাকাবাহী।

এ শোক আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বমানবের স্বপক্ষে এসে দাঁড়ায়। কারণটা মানবিক। কারবালার কাহিনী যদি হত নিছক মৃত্যুর পটচিত্র, তাহলে শোকের ছায়া এমন গাঢ় এবং গভীর নাও হতে পারত, অথবা অনু-ষ্ঠানের অস্তিত্ব এমন বিপুল অধিকারে কায়েমী হয়ে উঠত না। কেন না, মৃত্যু জীবনের এক ক্রমিক, অনিবার্য পরিণতি। মৃত্যুজনিত শূন্যতা অথবা বিকলতা একটা সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুর তর্পণ কিংবা উপচার, এক-ঘুম বিশ্রামের শেষে ফিকে হয়ে আসে। আমরা আবার ফিরে আসি জীবনে। দেখি, পূবের আকাশের মালিন্য সরিয়ে বেরিয়ে আসছে নতুন সূর্য।

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুরের কয়েকটি প্রাচীন দুর্গাপুজা

মিহির মণ্ডল/মানিক চট্টোপাধ্যায়

মনিগ্রাম কবিরাজ বাড়ির পূজা

সাগরদীঘির মনিগ্রামে কবিরাজ বাড়ির দুর্গাপূজা জঙ্গিপুরের সবচেয়ে প্রাচীন পূজাগুলোর মধ্যে অন্যতম। কবিরাজদের প্রসিদ্ধি ওঝা হিসেবে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে কবিরাজদের অন্যতম বংশধর চন্দননারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর্থিক অনটনে পড়লে দুর্গাপূজা একবার বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এক সাধু চন্দনের হাতে দুটি নারকেল দিয়ে পূজার যোগাড় করতে বলেন। তবু দুর্গাপূজার আয়োজন যখন প্রায় অসম্ভব ঠিক তখনই পূজার দিনদশেক আগে মুর্শিদাবাদ থেকে নবাবের লোক চন্দননারায়ণের কাছে এসে হাজির। বেগমকে ভূতে পেয়েছে। হুকুম হোল নবাবের বেগমকে না দেখে এবং স্পর্শ না করে ওঝা চন্দননারায়ণকে বেগমের ভূত ছাড়াতে হবে। চন্দননারায়ণ সফল হলেন। বিস্মিত নবাব খুশি হয়ে ওঝাকে 'বিশ্বাস' উপাধি ও মনিগ্রামের জমিদারি স্বত্ব দান করেন। এর পরই পূজার আয়োজন হয় ধুমধামের সঙ্গে। এই পূজার সঠিক বয়স জানা যায় না। তবে বর্তমান বংশধরদের আগের পুরুষেরা ১১০৭ সালের একটি পুঁথি হাতে পান। তাতে কবিরাজ বাড়ির পূজোর পূর্ণ বিবরণ থাকলেও পূজার প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ নেই। পূজার কারিগর ও পুরোহিতরা নির্দিষ্ট হয়ে আছেন বংশ পরম্পরায়। এদের প্রত্যেকের নামে বন্দোবস্ত ছিল ৩০ বিঘে করে জমি। মহালয়ার পরদিন থেকেই এখানে ঘট পূজার আরম্ভ। চণ্ডীপাঠ ও বলিদান ছাড়াও নবমীর দিন মায়ের ভোগে লাল পালং ও আমচুরের টক আবশ্যিক। বলিদান দেওয়ার ব্যাপারেও কতকগুলো বিধি নিষেধ আছে। দশমীর দিন 'পৈতা' পুকুরে বিসর্জনের আগে দেবী দুর্গাকে মাঠ ঘোরানো হয়। ভক্তরা মাকে প্রার্থনা জানিয়ে বলে 'মাঠে আরও ধান দাও মা'।

জঙ্গিপুর সিংহ বাড়ির পূজা

স্বর্গত জমিদার সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ জঙ্গিপুর মহকুমার সকলের কাছে 'সুরীবাবু' নামে পরিচিত। বাড়ির দুর্গাপূজার তন্ত্রধারক ছিলেন সুরীবাবু নিজেই। চণ্ডীপাঠ করতে আসতেন বীরভূম জেলার তেজহাটির ন্যায়তীর্থ শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য। রথের দিন থেকে চণ্ডীপাঠ শুরু হত। চলতো নবমী পূজার দিন পর্যন্ত। প্রায় তিন মাস ধরে। রথের দিনে ঠাকুরের মাটি পড়ত। পূজকের দায়িত্ব পালন করতেন বীরভূমের কুরুমগ্রাম নিবাসী স্মৃতিতীর্থ শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা শেষ করে বাড়ি ফিরতেন তিনি। দু'জনের নামের মধ্যে ছিল অদ্ভুত মিল। সুরীবাবুর মৃত্যুর দু-তিন বৎসর পর রথের দিন থেকে চণ্ডীপাঠ প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। তবে ঠাকুরের মাটি লাগানোর লক্ষণ, এই দিনটি থেকে পালিত হয়ে আসছে।

আনুমানিক দু'শত বৎসরের পুরানো এই পূজা। বর্তমান পাকা মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৩১০ সালে। পূর্বে এখানে কাঁচা মাটির মন্দির ছিল। কোন কারণে আগুন লাগায় নির্মিত হয় পাকা মন্দির। মন্দির সংলগ্ন বেলগাছটির বয়স পূজা প্রবর্তনের সময় থেকে ধরা যেতে পারে। এখানে দেবীর ষষ্ঠাদিকল্পানুষ্ঠান হয়ে থাকে। প্রতি বৎসর সন্ধি-পূজার আরম্ভ বা শেষের মধ্যেই সেই গাছ থেকে একটি পাকা বেল পড়বেই। এ দৃশ্য অনেকেরই নজরে পড়েছে।

এখানকার প্রতিমারও বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যা অন্যত্র চোখে পড়ে না। সুরীবাবুর আমলে প্রতিমার কারিগর ছিলেন মির্জাপুরের দুর্গানাথ ভাস্কর। প্রায় বছর পঞ্চাশ ধরে শ্রীভাস্কর প্রতিমা তৈরী করেছিলেন। তারপর প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর প্রতিমা নির্মাণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন আটপলগাছির বনমালী দাস। বনমালীর অসুস্থতার কারণে এবারও কারিগর বদল হয়েছে। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার আগে জমিদারী আয় থেকে পূজার খরচ নির্বাহ হত। তিনদিন ধরে এলাহী কারবার চলত। শহর ও গ্রামের প্রজারা এই আনন্দ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হত। তিনদিন ধরে চলত যাত্রাগান-কীর্তনের আসর। এখন পূজার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ঠিকভাবেই সুসম্পন্ন হচ্ছে। তবে বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলো বন্ধ করা হয়েছে।

বাড়ালা সিংহবাহিনী পূজা

রঘুনাথগঞ্জ থেকে মাইল পাঁচেক পশ্চিমে বাড়ালা গ্রামে ঠিক কত বছর আগে সিংহবাহিনী দুর্গাপূজার প্রচলন হয়েছিল তার সঠিক হিসেব কোথাও মেলে না। কিংবদন্তী, পাতাল ফুঁড়ে উঠেছিল অষ্টধাতুর এই মূর্তি হাজার বছরেরও আ... একবার এটি চুরি করে নিয়ে যাবার চেষ্টা ব্যর্থ হ... চোরেরা এক বুড়িকে খুন করে মূর্তি নিয়ে পালাবার সময় নাকি সিংহবাহিনীর বীভৎস রূপ দেখে পালিয়ে যায়। বহু আগে সিংহবাহিনী দুর্গাপূজা হোত বেশ জাঁক-জমকের সঙ্গে। এখন আর অতটা হয় না। বলিদান পড়ে। এখানকার বৈশিষ্ট্য সপ্তমীর দিনে পান্তাভাতের প্রসাদ। বর্তমানে এই পূজার ভার বাড়ালার হাজরা পরিবারের এক ভাই-এর উপর। সেবাইতদের দাবী, দেবীর পুষ্প নাকি হাঁপানির মহৌষধ। অনেকেই উপকৃত হয়েছেন এতে। এই বিশ্বাসে আজও শত শত মানুষ ঐ মন্দিরে যান। নিত্যপূজা ছাড়াও রবিবার হয় বিশেষ পূজা। এছাড়াও কালী, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, সব পূজাতেই ধুম হয় এখানে।

নায়েব বাড়ির পূজা

নায়েব পরিবারের ৺অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মেদিনীপুর কোম্পানীর অন্তর্গত নূরপুর কুঠির নায়েব। সেখানে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন জঙ্গিপুরে। তারপর থেকেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে নায়েব বাড়ির পূজা। প্রায় আশি বৎসর ধরে এই পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পূর্বে নূরপুর কুঠিতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হত। পূজার খরচ নির্বাহ হত রাজসাহী অঞ্চলের কোন তালুকের আয় থেকে। পরে পদ্মা সংলগ্ন জমির ফসল থেকে। এখন ঐ জমি চলে গেছে পদ্মার গর্ভে। হাত বাড়াতে হয়েছে মন্দির সংলগ্ন কলেজের পার্শ্ববর্তী বাগানের আয়ের দিকে। বহু দর্শনার্থী ভীড় জমান এই পূজা মণ্ডপটিতে। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বেলগাছ। সেও প্রায় সত্তরের ঘর ছুঁতে চলল।

গোঁসাই বাড়ির পূজা

জঙ্গিপুর সাহেব বাজারের গোঁসাই বাড়ির পূজা প্রায় দুশো বছরের পুরানো। গোঁসাই বাড়ির বর্তমান গৃহকর্ত্রী সত্যবতী দেবীর মতে পূর্বে এই পূজা ছিল জঙ্গিপুরের এক তেলি পরিবারের। দেবীর মন্দির তখন ছিল বর্তমান বৃন্দাবনবিহারী মন্দির সংল... গঙ্গাতীরবর্তী কাছাকাছি কোন অঞ্চলে। তেলি পরিবারের কোন ওয়ারিশ না থাকায় পূজা চালানোর দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব পান ৺শ্যামসুন্দর গোস্বামী। তখন থেকেই পূজা গোঁসাই বংশের।

পূজা হয় বৈষ্ণব মন্ত্রে। দেবীমূর্তি। বহুদূর থেকে ভক্তেরা আসে পূজার ডালা নিয়ে।

আগে তিনদিন ধরে লোকজন নিমন্ত্রিত হত। এখনও সাধ্যমত সে প্রথা মেনে চলার চেষ্টা করা হয়। দেবী পূজার ব্যয় নির্বাহ করা হয় পরিবারের আয় থেকে।

বর্তমান মন্দিরটির প্রথম নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল ১৩৩১ সালে। প্রতিমা নির্মাণের কারিগর বদল হয়েছে অনেকবার। এবারের কারিগর রঘুনাথগঞ্জের শ্যামাপদ দাস। ঢাকীরা বাজিয়ে আসছে বংশ পরম্পরায়। এখন বাজাচ্ছেন দুর্গেশ দাস।

মিঠিপুর পাণ্ডে বাড়ির পূজা

জঙ্গিপুরের সিংহ বাড়িতে 'ময়দা ভোগ' না হওয়া মা দুর্গা জনৈক স্বরূপ পাণ্ডেকে স্বপ্নে তাঁর বাড়িতে পূজা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিলে এই পূজার প্রবর্তন হয়। স্বরূপজী নাকি এক সময়ে সিংহ বাড়ির পুরোহিত ছিলেন। তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে এক পুকুর থেকে সিন্দুর মাখা পাট এবং কুলুঙ্গীতে রূপোর দশটি টাকা নিয়ে পূজা শুরু করেন। পুরুষানুক্রমে সেই থেকেই পাণ্ডে বাড়িতে আজও দুর্গাপূজা হয়ে আসছে। বর্তমানে এই পূজার ভার কালিপদ ত্রিবেদীর স্ত্রী অমলাবালার উপর। তিনি নিঃসন্তান। অমলাবালার অবর্তমানে তাই এ পূজা বারোয়ারী হয়ে উঠবে কি না তা নিয়ে এখন থেকেই চিন্তা-ভাবনা দেখা দিয়েছে। অমলাদেবীর মতে, 'এই পারিবারিক পূজা প্রায় দু'শো বছরের পুরোনো। এই পূজাকে কেন্দ্র করে একবার বেশ ঝামেলাও হয়। ফলস্বরূপ এই পূজা বহু বছর পর দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। এবং সিংহ বাড়িতেও নতুনভাবে পূজার প্রচলন করেন বিষ্ণুচরণ সিংহ রায়। সে প্রায় একশ বছর আগের কথা।

পূজা উপলক্ষে এখানে উৎসব অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। একবার নবমীর দিন আলকাপ গান অনুষ্ঠিত হয় মণ্ডপ চত্বরে। পরদিন প্রবল ঝড়-জলে সবকিছু পণ্ড হয়ে যায়। ভক্তদের বিশ্বাস, অসন্তুষ্ট দেবীর কোপেই এই বিপর্যয়। সেই থেকে সব অনুষ্ঠান বন্ধ এখানে।

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কোদাখাঁকীর দুর্গাপূজা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মায়ের পূজার ভার নেন। দিনভর দেবী পূজার পর সন্ধ্যেরাতে ডাকাতি করতে বেরিয়ে যেত তারা। দেবীর সন্ধ্যারতি হ'ত না কোনোদিনই। সম্ভবতঃ তখন থেকে সেই প্রথা আজও চলেছে কোদাখাঁকীর মন্দিরে। ডাকাত দলের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে এই শতাব্দীর তিন দশকে। মন্দির ফেটে সৃষ্টি হয় গভীর ক্ষত। সেখান থেকে মেলে ৭টি খাঁড়া আর কিছু পুরোনো পূজার বাসনপত্র। উদ্ধার করা খাঁড়াগুলির একটি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে মন্দিরের বর্তমান সেবাইতদের কাছে। এই মন্দিরে রাত্রিবাস নিষিদ্ধ। কথিত আছে, বহুকাল আগে সেবাইতদের আপত্তি সত্ত্বেও এক সন্ন্যাসী মন্দিরে রাত্রিবাস করেন। মাঝ রাতে শোনা যায় ভয়ংকর চীৎকার। সেবাইত ছুটে যান মায়ের মন্দিরে। দেখেন সন্ন্যাসী মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। মন্দির থকে কে যেন তাঁকে ছুঁড়ে ফেলেছে বাইরে। এর পর থেকেই গভীর রাত্রে অনেকের নজরে পরে মন্দিরে জ্বলন্ত এক অগ্নিশিখা। কয়েক মুহূর্তের জন্য। বর্তমান সেবাইতদের কারো কারো নজরেও পড়েছে ঐ শিখা। ধারণা সূক্ষ্ম দেহে সম্ভবতঃ কোনো কাপালিক গভীর রাত্রে মন্দিরে এসে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এ শিখা তারই। 'কোদাখাঁকী' নামকরণের পিছনে আছে অদ্ভুত ঘটনা। বছর পঞ্চাশ আগের কথা, ভয়াবহ বন্যায় সেবার বাহুড়া গ্রাম জলের তলায়। পূজার সব উপকরণ ভেসে গেছে জলের স্রোতে। মাকে আবাহন করার মত কিছুই নেই। সেবাইত লুটিয়ে পড়লেন দেবীর কাছে। স্বপ্নাদেশ পেলেন। দেবীর নির্দ্দেশ সবই যখন বাড়ন্ত তখন কোদার চালের অন্ন, বুনো ওল, কচু, মান এবং ইলিশ মাছ দিয়ে ভোগ পেলেই তিনি তুষ্ট হবেন। সন্ধি পূজার সময় দেখা গেল অলৌকিক দৃশ্য। স্থির প্রদীপ শিখা হঠাৎ দক্ষিণে হেলে পড়ল। আবার মুহূর্তের মধ্যে তা হল স্থির। মায়ের বেদীতে পা দিতেই শাড়ীর আঁচলের হাওয়ায় হেলে পড়ে প্রদীপ শিখা। এখনও কোদাখাঁকীর মন্দিরে নাকি এই অলৌকিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন অনেকেই।

মধ্যমণি পেটকাটী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা যায় মা দুর্গার ঠোঁটের কোণে নিখোঁজ মেয়েটির শাড়ীর আঁচল আটকে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা দেবী দুর্গার পেট চিড়ে বের করেন নিখোঁজ মেয়েটিকে মৃত অবস্থায়। সেই থেকে গদাইপুরের দেবী দুর্গাকে ভক্তরা নামকরণ করেছেন 'পেটকাট্টি দেবী'। অপভ্রংশ হয়ে তা হয়েছে 'পেটকাটি'। এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিদান। পূজোর তিনদিনে বছর বিশেক আগে দু'শোরও বেশী বলিদান হ'ত এখানে। হালে তা নেমে দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ থেকে ষাটে। তবে কি ভক্তরা দেবীর উপর বিশ্বাস হারিয়েছেন? ব্যাপারটা ঠিক তা নয় যতদিন গেছে পেটকাটির মাহাত্ম্যের প্রচার তত বেড়েছে। বেড়েছে দর্শনার্থীর সংখ্যাও। দেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান দেওয়ার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না এখন আর ভক্তদের। তাই প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ দেবী-পূজোয় জাঁকজমক আগের চেয়ে অনেক কমেছে। হিন্দুদের পূজোয় মুসলমানরাও আসেন এখানে ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে। শুধু পূজোর তিনদিনেই নয়, সারা বছর ধরে। বিচিত্র এখানকার মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি। রোগীকে স্নানের পর দেওয়া হয় 'নাশ'। 'নাশ' দৈবক্রমে পাওয়া গাছ-গাছালির ওষুধ। কি আছে তাতে সেবাইতরা তা জানলেও এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাদের অজানা। 'নাশ' দেওয়ার পর উন্মাদ রোগীকে মাছ, মাংস, ডিম অথবা পেঁয়াজ, রসুন জাতীয় উত্তেজক খাবার দেওয়া নিষিদ্ধ। সেবাইত-দের দাবী এই চিকিৎসা ও মা পেটকাটির আশীর্বাদে বহু উন্মাদ ফিরে পেয়েছেন তাদের স্বাভাবিক জীবন। তবে সবটাই নির্ভর করে বিশ্বাসের উপর। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগেও হাজার হাজার ভক্তের অটুট বিশ্বাস 'দেবী পেটকাটি'র মাহাত্ম্যের উপর। তাই আজো দশমীর ভাসানে পেট-কাটির সঙ্গে মহফিল করানো হয় এতদ্ অঞ্চলের সব প্রতিমাকে। গঙ্গার তীর হয়ে ওঠে জনসমুদ্র। একাদশীর ভোরে মহা-শ্মশানের কাছে বিসর্জনের পর দেবী অঙ্গের মৃত্তিকা বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গদাইপুরের পেটকাটি মন্দিরে। পরের বছর সেই মৃত্তি-কার অংশ মিশিয়ে প্রস্তুত হয় দেবীমূর্তি। এটাই প্রচলিত নিয়ম। চলে আসছে বহু যুগ-কাল ধরে।

মহররমের রূপ নিয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু কারবালার ঘটনা মৃত্যুর নয়, হত্যার। মার্টিন লুথার, কিংবা গান্ধীজী যখন বুলেটের আঘাতে লুটিয়ে পড়েন, তখন বিশ্ববিবেক বিচলিত হয়। বেইরুটে যখন গণহত্যা হয় তখন সর্বংসহা ধরিত্রীও কেঁপে ওঠে। অত-এব হত্যা এবং মৃত্যু অভিন্ন নয়। কারবালার হত্যা ত্যাগের, সত্যের, শান্তির, ধর্মের। কিন্ত প্রশ্ন হল, বিশ্বজনীন হয়েও এ হত্যার মর্মস্পর্শী আবেদন বিশেষভাবে মুসলমানের হয়ে উঠল কেন? কেন এটি পরিণত হল নিয়মধারা সম্বলিত একটি অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গে?

সত্য ধর্মের কারণেই এ হত্যা যদি ভয়াবহ হয়, এবং শোকের প্রকাশ পরিণত হয় আনু-ষ্ঠানিকতায়, তা হলে এ ধরনের হত্যা, ইস-লামের ইতিহাসে এর আগেও হয়েছে। হয়েছে ইসলামের অরুণোদয়ের কালেই। ধর্মের এবং রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে যাঁরা ছিলেন ত্যাগ ও জনসেবার এক-একটি মহান আদর্শ, সেই খলিফাদের তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে। হজরত ওমর খুন হয়েছেন। হজরত ওসমান খুন হয়েছেন পবিত্র কোরআন পাঠের সময়। আর, কারবালা নাট্যের নায়ক হজরত হোসেনের পিতা চতুর্থ খলিফা হজরত আলীকে খুন করা হয়েছে মসজিদে। নামাযের ওয়াক্তে। এই সেই আলী, যাঁর সম্বন্ধে নবীজী বলেছিলেন, 'আমার হাতে যে হাত মিলিয়েছে, সে আল্লাহর হাতে হাত মিলিয়েছে। আর আলীর হাতে যে হাত মিলিয়েছে, সে আমার হাতে হাত মিলি-য়েছে।' তবুও তাঁকে হত্যা করা হল।

এতগুলি আদর্শের মর্মান্তিক হত্যা-অনুষ্ঠান মুসলমানদের কাছে পালনীয় স্মরণিকা হয়ে উঠল না। তুলনায় অনেকখানি নিষ্প্রভ এক ব্যক্তিত্বের শোকানুভূতি মুসলমান হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে গেল চিরকালের জন্যে। এর কারণ কি?

একটি কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক। রাজ-নৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে যাঁরা সেদিন সামিল ছিলেন, তাঁদের একপক্ষীয় তৎপরতা যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল। আর ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়—যাঁরা হজরত আলীকে ইসলামকুল-তিলক বলে মনে করেন। এ সম্বন্ধে তাঁদের কিছু কিছু কথা প্রায় প্রচার কিংবা গুজবের মত শোনায়। যেমন, তাঁরা মনে করেন, মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশ ভুল করে হজরত আলীর পরিবর্তে নবীজীর ওপর এসে পড়ে-ছিল। সেই প্রিয় আলীর পুত্রের ঐ শোচ-নীয় হত্যাকে তাঁরা তুলে ধরলেন শোকের প্রতীক পতাকা হিসেবে। ভারতবর্ষে মহররম অনুষ্ঠান এসেছে শিয়া-নবাব-বাদশাদের পৃষ্ঠ-পোষকতা ও আনুকূল্যের পথ ধরে এভাবেই।

কিন্তু এই কারণটিকে আমি প্রধান বলে মনে করি না। শিয়া-সুন্নীর প্রশ্নের ওপরে আমার কোন গুরুত্ব নেই। অন্য এক আবেগের সূত্র ধরে আমি এ প্রশ্নের মুখো-মুখী দাঁড়াতে চাই। হজরত হাসান কিংবা হজরত হোসেন হজরত আলীর পুত্র হিসেবে

(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সেদিনের পূজো সেদিনের উৎসব

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামীণ পরিবেশে মানুষ হয়েছি। গ্রামের জীবনের সঙ্গে অনুভব করি অন্তরঙ্গ যোগ। তাই গ্রামে যখন পালপার্ব্বণ শুরু হয়, উৎসবের বাজনা বেজে উঠে তখনই মনটা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। গ্রামের জীবন একরকম নিভৃত জীবন। কাকভোরে পাকপাখালির বৈতালিক গান, সন্ধ্যায় ঝিঁঝিঁদের ডাক আবার রাতের প্রহরে শেয়ালের প্রহর ঘোষণা —এই তো গ্রামের জীবনসংগীত। সারা বছরে তখনকার দিনে অনুষ্ঠান ছিল না তত বেশী আজকের মতো। দুটো-পাঁচটা গ্রামের মধ্যে তখন হতো দুগ্‌গা পূজো। আর সে পূজো ছিল জমিদার বাড়ীর নয়তো কোন সঙ্গতসম্পন্ন গেরস্থের কৌলিক পূজো। তাতে থাকতো সবার আহ্বান। গ্রাম গ্রামান্তর হতে আসতো ভিন্‌গাঁয়ের মানুষ— জাত অজাত ছিল না। সবাই আসতো নূতন জামা-কাপড় পরে। পূজোর দিনগুলোতেই শুধু আনন্দ ছিল না। সন্ধ্যেবেলায় পিদিম জ্বালার আগেও যেমন সলতে পাকানো কাজ থাকে তেমনি পূজোর আগে থেকেই যেন পূজোমণ্ডপে আমাদের মত অনেক ছেলেমেয়ে বড়দের আনাগোনা পড়ে যেত। শিল্পীরা আসতো ঠাকুর গড়তে। তাদের সেই বুঁদি বাঁধা থেকে মাটি চড়ানো, রঙ লাগানো, সাজ পড়ানো, এমন কি ঘামতেল মাখানোর দিন পর্য্যন্ত ছিল সমান ভীড়, কৌতূহল, অফুরন্ত উদ্দীপনা। প্রাণের জোয়ার বইতো। আর যেদিন পূজোর সকালে সানাই-এ বেজে উঠতো ভোরের ভৈরবী সেদিন যে কি আনন্দ অনুভূত হতো তা আর বলার নয়।

আনন্দ শুধু পূজো ঘিরেই নয়, তার উদ্দীপন ছিল পূজো বাড়ীতেই মাসাধিককাল হতে নাটকের মহড়া। সমস্ত গ্রামটাই যেন পড়ে থাকতো পূজোমণ্ডপের মাঝে। রাত জেগে জেগে চলেছে নাটকের রিহার্সাল। বিনা সাজে বিনা পোষাকে আঙিনায় বসে নট নটীদের অভিনয়ের রিহার্সাল গ্রামের মানুষদের কাছে ছিল বড় আকর্ষণীয়। চেনা মানুষগুলোকে অচেনা পোষাকে-আশাকে দেখার কি দুরন্ত আগ্রহ! কি উৎকণ্ঠা! নাটকাভিনয় সেদিন ছিল গ্রামের জীবনে পূজোর একটা অন্যতম অঙ্গ। পূজোর যত আকর্ষণ নাটকের আকর্ষণও ততই। যে বছর পূজো বাড়ীতে থিয়েটার করা সম্ভব হয়নি সে বছর পূজোর বাড়ীর রাতের আঙিনা অন্ধকার হয়ে থাকেনি। নাট্যমোদী গ্রামের মানুষদের উৎসাহ থেমে থাকেনি। হ্যাজাকের আলোর নীচে পরিবেশন করা হয়েছে গ্রামের মানুষদের প্রাণের জিনিষ হয় ঝাঁকসু নয় তো তিনকড়ির আলকাপ অথবা অন্য কারো। গাঁয়ের আসর সরগরম করে রাখতো লোকসংগীতের দল। ষ্টেজ সাজিয়ে সিন্ টানিয়ে ড্রপসীন ফেলে ডেলাইটের আলো দিয়ে পূজো বাড়ীতে নাটকাভিনয় হতো সেগুা গ্রামে। গ্রামের ছেলেদের নিয়ে নাটকের মহড়া দিতেন সেকালের নৃত্যগোপাল বাবু, শ্যামাপদ বাবু, সুধীর বাবু। তাদের সাথে এসে যোগ দিতেন তখনকার দিনের নামকরা অভিনেতা তীরগ্রামের অম্বিকা বাবু। মাঝে মাঝে পাইকর হতেও আসতেন কেউ কেউ সেখানে। পূজোর কদিন ধরে হচ্ছে নাটক। কি প্রাণের জোয়ার বয়ে যেতো সেখানে! জামুয়ার গ্রামেও বাবুদের বাড়ীতে হতো জামুয়ার অপেরার যাত্রাভিনয়। পাষাণ বাবু, সুকুমার বাবু, হারু বাবু, যতীন বাবু ছিলেন সেই অভিনয়ের উদ্যোক্তা, পরিচালক এবং কুশীলব। সামিয়ানার নীচে হ্যাজাকের আলোয় হাজার দর্শকের মাঝে বেজে উঠতো কনসার্টের সুর, সুরু হতো পালা। পোষাকের জৌলুসে, তরবারীর ঝকমকানিতে ধাঁধা লাগতো দর্শকের চোখে। দক্ষিণ গ্রামেও চলতো সৌখিন যাত্রা অপেরা। হোতা ছিলেন ভোলাবাবু। সুকুমার রায় ছিলেন তাদের পরিচালক। মাদ্র কণ্ঠস্বরে, ফ্লুট বাঁশির আওয়াজে গমগমিয়ে উঠতো পূজার অঙ্গন। সিদ্ধিকালীতেও নাটক হতো তবে তা দুগ্‌গো পূজোয় নয়—হতো সরস্বতী পূজোয়। গ্রামের ছেলে-বুড়োদের নিয়ে মাসাধিককাল হতে বই-এর মহড়া দিতেন শরদিন্দু বাবু, দেবু বাবু। ভাড়া করে পোষাক আনা হতো সীন্‌ও আনা হতো। তাঁতিবিড়লেও হতো পূজোর বাড়ীর আঙিনায় নাটকের আসর। দিনে রাতে চলতো উৎসব। সেখানের ভট্টাচার্যিরা গ্রামের ছেলেছোকড়াদের নিয়ে পূজোর সময় নাটকের অভিনয় করতেন। পয়সা সংগ্রহ করে, কখনও কখনও কেউ কেউ নিজের পয়সা দিয়ে নাটকের উপকরণ জোগাড় করে দিতেন। স্বজাতের মানুষ এতে অংশ নিতেন। মোরগ্রামেও চক্রবর্তীদের চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে আলো ঝুলিয়ে দিয়ে যাত্রাগানের আসর অনুষ্ঠিত হতো। সেখানকার সোনা বাবু, বন্যেশ্বর বাবু, কালিদাস বাবুরা ছিলেন উৎসবের প্রাণ। সাজঘরের খরচা হতে মঞ্চের খরচ যোগাতেন গ্রামের এই সব সম্পন্ন মানুষেরা।

ছোটকালিয়াই গ্রামেও একদিন ছিল নাটকানুষ্ঠানের রমরমে ব্যাপার। পূজোর দিনে সেখানে অনেক আগে হতো কৃষ্ণযাত্রা। তারপর শুরু হয় যাত্রাগান। আরও পরে থিয়েটারের ব্যবস্থা করে সেখানকার লোকেরা আনন্দ পেতো এবং দিতো। এ গ্রামের অম্বিকা দাস, ধীরেন সান্যাল, কৃষ্ণ মজুমদার, শম্ভু দাস প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন অগ্রণী।

মির্জাপুরে হতো এ ধরনের নাটকানুষ্ঠান। তার পাশে নূতনগঞ্জ, দফরপুর। সেখানেও চলতো নাটকের মহড়া। লবণচোয়া, আহিরণ, সেকেন্দ্রা, ওসমানপুর গ্রামগুলোতেই হতো নাটকের অনুষ্ঠান বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে। তবে কোথাও কোথাও দুগ্‌গো পূজোয় না হয়ে লক্ষ্মীপূজোয় হয়ে থাকে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে—সে দিনগুলো যেন আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল গ্রামের বুক হতে। পূজো হয় যাদের কৌলিক তাদের। কিন্তু তাদের পূজোর অঙ্গনে এখন আর তেমন তবলার বোল উঠে না, হারমোনিয়ামের সুর ঝংকৃত হয় না, নাটকের সংলাপ উচ্চারিত হয় না। আবার যেখানে চাঁদা দিয়ে বারোয়ারী পূজা হয় সেখানে আগের মত নাটকের মহড়া, অভিনয় হয় না বড় একটা। পূজোয় চাঁদা ওঠে—পূজোয় খরচ হয়—আর খরচ হয় বিসর্জনের শোভাযাত্রায়। ছেলেবেলার দিনগুলোর সঙ্গে আজকের দিনগুলোর কি যেন তফাৎ। গ্রামে আজ সেই আনন্দের দিনগুলো কোথায় গেল? কিসের এমন

(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহর্‌রমের রূপ নিয়েছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নয়, ফাতিমা দুলাল হিসেবে অনেকখানি, প্রিয় নবীর দৌহিত্র হিসেবে আমাদের সবটুকু ভালবাসা ও সহানুভূতি কেড়ে নিয়েছেন। নবীজী তাঁর দৌহিত্রদের বড় ভালবাসতেন। হোসেন হাসেন তাঁর নয়নমণি, পরম স্নেহের পুত্তুলী। একজন খাঁটি মুসলমানের কাছে নবীজীর চেয়ে মহান আর প্রিয় মানুষ কেউ নেই। সেই তিনি যাঁদের ভালবাসতেন, আদর সোহাগ আর ভালবাসা উজাড় করে দিতেন। তাঁরাও আমাদের আত্মার আত্মীয়। তাঁদের হত্যা তাই মুসলমানের বুকের রক্তে এনেছে চির-অস্থির ঝড়-তুফান। সীমারের তরবারীখানা হোসেনের বুকে আঘাত হানেনি, হেনেছে মুসলমান হৃদয়ে। নিছক সেন্টিমেন্ট কিংবা ভাবাবেগের চেয়েও নিরুচ্চার্য একটি প্রেরণা এখানে কাজ করে চলেছে। চলবে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের আগে পর্যন্ত।